যুগান্তর

তারিখ 21 MAY 2009
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৪

আগামী শিক্ষাবর্ষেই একীভূত প্রাথমিক শিক্ষা চালু হচ্ছে

যুগান্তর রিপোর্ট

আগামী শিক্ষাবর্ষে সারাদেশে একীভূত প্রাথমিক শিক্ষা চালু হচ্ছে। মূলধারা বাংলা মাধ্যমের মতোই ইংরেজি, ইবতেদায়ি মাদ্রাসা, কিন্ডারগার্টেন এবং কওমি মাদ্রাসাও এ একীভূত শিক্ষার আওতায় আনা হবে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, একীভূত শিক্ষার মূল বৈশিষ্ট্য হবে সব ধারায় একই পাঠ্যবই অধ্যয়ন। বিশেষ করে দেশীয় ভাষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি এবং ইতিহাস-ঐতিহ্যনির্ভর শিক্ষাকে প্রাধান্য দেয়া হবে। তবে প্রত্যেক ধারা নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য বজায় রাখার সুযোগ পাবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, সরকার এ ব্যাপারে ইতিমধ্যে নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এখন পাঠ্যপুস্তক ছাপানোর বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সামনে এসেছে। কেননা আগামী শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যপুস্তক ছাপা প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। এ বিষয় সামনে নিয়েই আগামী রোববার শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) কর্মকর্তাদের সঙ্গে বসছেন বলে জানা যায়। এদিকে জাতীয় শিক্ষানীতিতেও একীভূত শিক্ষার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। কমিটির কো-চেয়ারম্যান অধ্যাপক খলীকুজ্জামান আহমদ জানিয়েছেন, একীভূত বা একমুখীর সংজ্ঞা হল, মাদ্রাসা, ইংরেজি মাধ্যম এবং বাংলা মাধ্যম প্রত্যেকে নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে একই ধরনের পাঠ্যপুস্তক পড়াবে। একই ধরনের পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে থাকবে বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান, বাংলাদেশ শিক্ষা/পরিচিতি এবং

শিক্ষা : পৃষ্ঠা ১০ কলাম ২

শিক্ষা : চালু

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

শারীরিক শিক্ষা। এর বাইরে প্রত্যেক মাধ্যম নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পাঠ্যবই নির্বাচন করবে।

বর্তমানে দেশে মোট ১১ ধরনের প্রাথমিক শিক্ষা চালু রয়েছে। এগুলো হচ্ছে— সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়, নন রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পিটিআই সংযুক্ত পরীক্ষণ প্রাথমিক বিদ্যালয়, কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, এনজিও পরিচালিত স্কুল, ইবতেদায়ি মাদ্রাসা, কিন্ডারগার্টেন এবং ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষা। তবে এই ১১ ধারা মূলত তিনটি ধারায় বিভক্ত। সেগুলো হচ্ছে— সাধারণ বাংলা মাধ্যম, ইংরেজি মাধ্যম আর মাদ্রাসা।